নীলদর্পণ

দীনবন্ধু গ্রন্থমালা

দি বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড
কলিকাতা ৬

নীলদর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র

দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড্ কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

প্রকাশক
প্রশান্তকুমার সিংহ
দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড্
২২-১, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
পরিচয় প্রেস
৮বি, দীনবন্ধু লেন,

বারো আনা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলকচন্দ্র বসু

নবীনমাধব ও } গোলকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
বিন্দুমাধব }

সাধুচরণ … … প্রতিবাসী রাইয়ত

রাইচরণ … … সাধুর ভ্রাতা

গোপীনাথ … … দেওয়ান

আই, আই, উড } নীলকরদ্বয়
পি, পি, রোগ }

আমিন, খালাসী, তাইদ্‌গীর, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারিজন শিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

নারীগণ

সাবিত্রী … … গোলকের স্ত্রী

সৈরিন্ধ্রী … … নবীনের স্ত্রী

সরলতা … .. বিন্দুমাধবের স্ত্রী

রেবতী … … সাধুচরণের স্ত্রী

ক্ষেত্রমণি … … সাধুর কন্যা

আদুরী … … গোলক বসুর বাড়ীর দাসী

পদি … … ময়রাণী

নীলদর্পণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোক বসুর গোলাঘরের রোয়াক
গোলকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি করে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরি স্বীকার কত্তে হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে শরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া বাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোণার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়্‌তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি নিয়েছে, এর মধ্যে গাঁ খান ছারখার করে তুলেছে। ঘোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া

যায় না,—আহা ! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু'বেলায় ষাট্‌খান পাত পড়্‌তো, দশখান লাঙ্গল ছিল, দাম্‌ড়াও চল্লিশ পঞ্চাশটা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ- আহা ! যখন আশধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়াল খান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন গোয়াল সারাতে না পারায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পরে রয়েছে। ধানের ভূঁয়ে নীল করে নি বলে, মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাশ করে আন্‌তে কত কষ্ট; হাল গরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাছাড়া হয়।

গোলক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্‌তে গিয়েছিল ?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব, তবু গাঁয়ে আর বাস করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে তা নীলের জমীতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে।—কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলক। মান যাওয়ার আর বাকি কি ? পুষ্করিণীটার চার্‌ পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্‌বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো ! আর সাহেব বেটা বলেছে যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয় খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড় বাবু না কুটি গিয়েছেন ?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়েছে।

সাধু। বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমীতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব, এবং তোমারে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের পঞ্চাশ বিঘা নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার !"

গোলক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি পঞ্চাশ বিঘা ধান হলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো ! তাই যদি নীলের দাম গুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি করে এলে ?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয় ? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন পঞ্চাশ টাকা লইয়া ষাট্ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলোক। ষাট্ বিঘা নীল কত্তে হলে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন, লাঙ্গল, গরু সকলি আপনি নীলের জমীতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনেব ভাত খাও না"।

সাধু। যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি ? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মা ঠাকুরণ যে বকৃতি নেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন না ? ভাত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর্ একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান, বড় বাবু, নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় না।—যাও বাবা, স্নান কর গে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন স্থমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকে আস্‌ছিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না, জোর করিই দাগ্ মার্‌লে। সাঁপোলতলার পাঁচ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগ্ ছেলেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করে ত্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাজেই ত্যাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

দাদা বাড়ী এয়েছে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নেই। কাকীমারে ডাক্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল।—স্থমুন্দিরি য্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাধু। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ্ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা, জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম্। খাব কি, ছেলেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে! ও মা! রাত পোয়ালি যে ত্থ'কাটা চালির খরচ; না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল; গোড্ডার নীলি কল্লে কি? য়্যাঁ! য়্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে তুই এক বিঘা নোনা ফেলা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাক্‌বে তা কারকিতই বা কখন কর্‌বো। তুই কাঁদিস নে, কাল হাল্ গরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারিতে পালিয়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ

জল খা, জল খা, ভয় কি, "জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে"। তা তুই আমিনকে কি বলে এলি ?

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ্ মার্‌তি লাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম; তা কিছুই শুন্‌লো না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা"। মুই ফৌজদ্দারি কর্‌বো বলে সেঁদিয়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ গ্যাখ্, শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধরে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

[পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন

রেবতী। ওমা, ইকি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ! (সাধুর প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে দ্যাক্‌চো কি. বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ করে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়, একি কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না ? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে আছ, যার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়্‌লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা "হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো"।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম তা এরে দিয়ে পাব; মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

[ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল্।

[যাইতে অগ্রসর হইল

রেবতী। ও যে এট্টু জল খাতি চায়েলো; ও আমিন মশাই, তোদের কি মাগ্ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট্ ! ওমা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্‌ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেচে —কি কর্‌বো; কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায় হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম ! (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি, তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় অমনি নিয়ে যাই।

[রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি—বড় বাঙ্গলার বারেন্দা

আই, আই, উড্ সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে !

উড। তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা— এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেহি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া,

লাটিয়াল, শড়কিওয়ালা, আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান, শক্রর কথা আমাকে জানাইতো।—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি; জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্ হাম্ কুচ্ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষিছাড়া আমারে কিছু বলি নি;—তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েটকা হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে, হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওট্‌কো এ কাম্ দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বোসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না; তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকিয়ে চায়—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ;—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শক্র। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, "নবীন বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, "গরীব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব; আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এ বার আবার কি যোটাযোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম্ বোলা কি নেই, তুমি বড় নালায়েক আছে, তোম্‌সে কাম্ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন; যখন এ পদবীতে পদার্পণ

করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘরজ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কাজ চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম্ করিতে করিতে প্রবেশ

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত; কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে; আদ্ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট্ আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ বিশ বিঘা, তার মধ্যে যদি নয় বিঘা নীলে গ্রাস করে, তবে কাজেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমি মর্‌বো, হুজুরের কি?

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ করে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্থ কীট, যে সাহেবকে কয়েদ কর্‌বো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ, চাষার মুখে ভাল শুনায় না; গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইতদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"।

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।—ধর্ম্মাবতার, পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষা লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি

বিশ বিঘার নয় বিঘা নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার যে লোকসান জমা পড়ে আছে, তাহা হইতে নয় বিঘা কেন, বিশ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্যে) হুজুর যে নয় বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে; সুতরাং যদি ও নয় বিঘা আমার চাষ দিতে হয়, তবে বাকী এগার বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ কর্‌বো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি; শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুতা প্রহার)। শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাত হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা।

[দেওয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা হ্যাকে নিতি চাচ্চে হ্যাকে দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়্‌লো, সারাদিনডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লিনে?

(কাণমলন)

রাই। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চোৎকো।

(শ্যামচাঁদাঘাত)

নবীনমাধবের প্রবেশ

রাই। বড়বাবু মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফেল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখনও বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে চার বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ

নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অস্ত্র ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া, আপনি যেরূপ অনুমতি কবিবেন, সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল্? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতে অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল, তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা দাদনে নীল করে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে,—হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান—

(শ্যামচাঁদ প্রহার।)

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ করিয়া) হুজুর, গরীব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেক গুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে। সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তবে মেম্‌সাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপ্‌রাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমর-নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধরে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল্—এই দিনের মধ্যে তুই ষাট্ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশ খানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই।—হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান

উড। গোলামকি গোলাম।—দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

[উভয়ের প্রস্থান

গোপী। চল্ সাধু, দপ্তরখানায় চল্। সাহেব কি কথায় ভোলে?

বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী এক গাছিও হয় নি। ছোট বোউ বড় পয়মন্ত। ছোট বোয়ের নাম করে যা করি, তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল, তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ। মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্য-বদন। লোকে বলে, "যাকে যায় দেখতে পারে না"; আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বোয়ের মুখ দেখলে আমার তো বুক জুড়িয়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভাল বাসে।

সিকাহস্তে সরলার প্রবেশ

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুনতে পেরেছি কি না?—হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এইবার দিব্বি হয়েছে! ও বোন, এই খানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন সকলি তাড়াতাড়ি,—বলে

"বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি ॥"

সর। বাহবা! আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নাই।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখবেন, সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌ব।

সর। দিদি, এ মাসের আর ক দিন আছে গা?—

সৈরি। (সহাস্য-বদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুর-পোর কালেজ বন্ধ হলে বাড়ী আসবার কথা আছে,—তাই তুমি দিন গুণচ! আর বোন্‌, মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র! কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন, যেন অমৃত-বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখিনি। দাদার বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখানি পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, তেমনি ছোট বউ। (সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা।—আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচি নে, তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

আদুরীর প্রবেশ

ও আদর, তামাক পোড়ার কটোটা আন্‌না দিদি।

আদুরী। মুই য়্যাকন কনে খুঁজে মর্‌ব?

সৈরি। রান্নাঘরের রকে উঠতে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে থামাত্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটব ক্যামন করে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ওতো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস্ নে, তুই ডান বুঝিস্ নে?

আহুরী। মুই ডান হত্তি গ্যালাম ক্যান্। মোগার কপালের দোষ, গরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হল আর দাঁত পড়্লো, তবেই সে ডান হয়ে ওট্লো। মাঠাকুরুণির বলব দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস্, আমি আস্চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনব।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

আহুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা!—নাকি দুটো দল হয়েচে; মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আহুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্তো?

আহুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্নে। মিন্সের মুখ্খান মনে পড়্লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কেঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্তো। মোরে বাউ দিতে চেয়েলো—

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।

মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতি পারি॥

ছ্যাখ দিনি খাটে কি না।—মোরে ঘুম্তি দিত না, ঝিমুলি বল্তো, "ও পরাণ ঘুমুলে?"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্তিস?

আহুরী। ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বলে ডাক্তিস?

আহুরী। মুই বল্তাম, হ্যাদে ওয়ো শোনচো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈরি। আবার পাগ্লিকে কে খ্যাপালে?

আহুরী। মোর মিন্সের কথা সুদুচ্চেন, তাই মুই বল্তি নেগেচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট ব'য়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্তে আহুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্ছে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

আয়, ঘোষ দিদি আয়, তোকে আজ্ কদিন ডেকে পাঠাচ্চি, তা তোর আর বার হয় না।—ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ কদিন আমারে পাগল করেছে, বলে —দিদি, ঘোষেদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ী এল না ?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্নি কেরূপা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকিমাদ্দের পরণাম কর।

[ক্ষেত্রমণিয় প্রণাম

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আহুরী। মোর কাছে ছোট হালদাণির মুখি খোই ফুট্তি থাকে, মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাচো মোরো কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই সেটের বাছা।—আহুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্গে।

[আহুরীর প্রস্থান

পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না।—ক মাস হলো ?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্কাশ করিচি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি,—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্বে।

সর। আজো পেট বেরোই নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুরি নি, ও এখনি পেট ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখছে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপ্টা তুলে ফেলেছ কেন ?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপ্টা দেখে মোর ভাশুর থাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপ্টা কাটা কস্বিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপ্টা তুলে ফ্যাল্লাম।

সৈরি। ছোট বোউ, যাও দিদি, কাপড়গুণো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আহুরীর পুনঃ প্রবেশ

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আহুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা।

[সরলতার জিব কেটে প্রস্থান

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা।—ঠাকুরুণ কই লো?

সাবিত্রীর প্রবেশ

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবোউ এইচিস, তোর মেয়ে এনেচিস বেস করেচিস—বিপিন আব্দার নিচ্‌লো, তাকে শান্ত করে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পরণাম করি।—ক্ষেত্র, তোর দিদিমারে পরণাম কর।

[ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি)—বড় বোউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে।—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী")—মা যাও গো, জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী, দেখ তোরে ডাক্‌চেন।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ।—ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস্।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই,—মুই তো বড় আপদে পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম্! রাম্! ও নচ্ছার বেটিকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়,—বেটির আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেড়া বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি;—গস্তানি বিটি বলে কি—মা মোর গাড়া কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটি বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েছে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী। থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো, থু! থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর

একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি, প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু! থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটি বলে; টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করে দেবে;—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস্‌, না এর দাম আছে। কি বল্‌রো, বিটি সাহেবের নোক, তা নইলি মেরে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ঝম্‌কে ওট্‌চে।

আহ্লবী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়্‌লি মুই তো কখনই যাতি পার্‌বো না, থু! থু! থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো।

রেবতী। মা, সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিস, তবে নেটেলা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা চাসার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে মরদদের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বলে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে য়্যাকিই নীলির ধায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বস্‌বে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বল্‌বো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই।—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে; তা এরা কি সাহেব, না না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটি আর এক কথা বলে গ্যালো, তা বুঝি বড় বাবু শুনিন নি,—কি একটা নতুন হুকুম হয়েচে, তাতে নাকি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ছ মাস ম্যাদ দিতে পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বলে গ্যালো, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আহুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেবিয়েচে।

সাবি। আহুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দামা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্‌ডো শোনে।

আহুরী। বিবিরে আমি দেখিচি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই,—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গাপাকড়ি, তেরোনাল ফিরতি থাকে,—মাগো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়,—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে—কেশের কাকী ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেসে কথা কয়েলো, তাই লোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি ;—তা সন্ধ্যা হলো ঘোষ-বউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলু-বাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জল্‌বে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না ?

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ

আহুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

[সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোণার বউ, আমার রাজ-লক্ষ্মী।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্য গা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় একদণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না ;—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল।—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে? তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়েছে।—আহা! মার আমার রক্ত-কমলের মত রঙ্, একটু ছড় লেগেচে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা, আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করে বাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। আয়, ছোট বউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এইবেলা বেলা থাকৃতে থাক্‌তে গা ধুয়ে এস।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর

তোরাপ ও আর চারিজন রাইত উপবিষ্ট

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখারামি কত্তি পার্‌বো না; ---যে বড় বাবুর জন্যি জাত বাচেচে, ঝার ভিটের বসতি কত্তি নেগেচি, ঝে বড় বাবু গোরু বাঁচিয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্তো সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পার্‌বো না,—জান কবুল।

প্রথম রাই। কঁদির মুখি বাক্ থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুন খাই নি;—কর্‌বো কি, সাক্ষী না দিলে যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়িয়ে উটেলো,—জ্যাথ্‌দিনি য়্যাকন তবাদি অক্ত ভোজানি দিয়ে পড়্‌চে;—গোডার পা য্যান বলদে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা;—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড় করিয়া) ভুক্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে, লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বল্‌বো, সুমুন্দিরি য়্যাকবার ভাতারমারির মাঠে পাই, এমনি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সুমুন্দির চাবালিডে আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি,—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, তবে বল্লি তো খাট্‌বে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান। তানার সেমনতোনের দিন ঘুনিয়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম এই হিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি কর্‌বো, করে সেমনতনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে পাঁচ দিন পচ্‌তি লেগেচি, আবার চালবে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই য়্যাকবার গিয়েলাম,—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটী, যে কুটির সাহেবডারে সকলে ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে য়্যাকবার ফোজ-দুরিতি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তামাসা দেখলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেচে দুই সুমুন্দি মোক্তার এমনি র র করে য়্যাসছে, হেড়াহেড়ি যে কত্তি নেগ্‌লো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদর্খাদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এড়ের নড়্‌ই বেদ্‌লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সুমুন্দি যদি ঐ সুমুন্দির মত হতো, তা হলি সুমুন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচিনে গাঁ—

ভাল ভাল করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রে ও সুমুন্দির ইকস্কুল করা বেইরে গেছে, সুমুন্দির গুদোম্‌তে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। য়্যাকটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভর্‌লে। সুমুন্দি যে ঘাটা মাত্তি লেগেচে, বাবা!

তোরাপ। সুমুন্দিরে ভাল মানুষ পালি খাতি আসে, মাচেরটক্ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্ না—ও জেলার, মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

তোরাপ। কুটী খাতি যাই নি' হাকিমডেরে গাঁতবার জন্যি খানা পেকিয়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেলিয়ে রলো, খাতি গেল না। ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীলমাম্‌দোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অঙেরা পেইচি, এ সুমুন্দিরে বেলাতের ছোট নোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়িয়েলো কেমন করে ? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেঁজিয়ে মোদের কুটিতি এনেলো ?

দ্বিতীয়। তানার বুচি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলের ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচিয়ে রাকে, মোরা প্যাটের ভাত করে খাতি পারবো, আর সুমুন্দির নীল মাম্‌দো ঘাড়ে চাপ্‌তি পারবে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মাম্‌দো ভূতি পালি নাকি ঝক্কোত্তে ছাড়ে না ? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান ? মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁ ছাড়া হতি নেগ্‌লো তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

"ব্যারাল চোকো হাঁদা হেম্‌দো।
নীলকুটির নীল মেম্‌দো ॥"

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে, সুনিস্ নি ?

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে ॥"

তোরাপ। এগুল নচন নচেচে ! "জাত মাল্লে" কি ?

দ্বিতীয়। "জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে ॥"

চতুর্থ। হা ! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জানতি পাল্লাম না। মুই হলাম ভিনগার রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম্ কবে, তা বোস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম। মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো, তাইতি বোস মশার কাছে মিচরি নিতি য্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম।—আহা ! কি দয়ার শরীর, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুষ রূপই দেখলাম, বসে আছে ধ্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুকিয়েছে ?

চতুর্থ। গেল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া কল্লে, এবারে পনর বিঘের দাদন গতিয়েচে; ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি, তবুতো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই তুই বচ্চোর ধরে লাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডি রেখেলাম, সেদিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে আসে দেড়িয়ে থেকে জমিডের মার্গ মারালে। চাসার কি বাচন আছে।

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সুমুন্দির হির্‌ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর রাখে। ঐ সুমুন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সুমুন্দি ঝ্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওম্‌নি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওরতো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমুন্দি তবে ওমন করে ক্যান, নীল কর্‌বি তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেনিয়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস, মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলে তু সনে নীল যে ছেপিয়ে উটতি পারে, সুমুন্দি তা করবে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন—তাই চোস্‌চেন। (নেপথ্যে—হো, হো, হো, মা মা)—গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, তোরা আম নাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে। হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্যই এদেশে এসেছিলে! —আহা! এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি তাওতো জানিতে পারিলাম না; জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়। উঃ! মাগো তুমি কোথায়!)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—তোরাপ। চুপ চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! পাঁচ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই, হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায়

দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই ; মাগো ! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি ।)

তৃতীয় । বউরি গিয়ে এ কথা বল্‌বো —শুন্‌লি তো, মর্‌য়ে ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়্‌তি পারি নি ।

প্রথম । তুই মিন্‌সে এমন হেবলো—

তোরাপ । তোমরা ভাল মান্‌সির ছাবাল, মুই কথায় জান্‌তি পেরেছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁধে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি, ওর বাড়ী কনে ।

প্রথম । তুই যে নেড়ে ।

তোরাপ । তবে তুই মোর কাঁদে উটে ছাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) ছ্যাল ধরিস, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, শুপে সমিন্দি আস্‌চে ।

[প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে রোগসাহেবের প্রবেশ

তৃতীয় । দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে । এত বেলা কান্‌তি নেগেলো ।

গোপী । তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্, তবে তুই ওমনি ভূত হবি । (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, এ কুটিতে আর রাখা নয় । ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল ।

রোগ । ও কথা পরে শোনা যাবে । নারাজ আছে কে ? কোন বজ্জাত নষ্ট ? (পায়ের শব্দ) !

গোপী । এরা সব দোরস্ত হয়েছে । এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না !

তোরাপ । (স্বগত) বাবারে ! যে নাদনা, য়্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো । (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি ।

রোগ । চপরাও, শূয়ারকি চাচ্চা । রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে ।

[রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম! মাগো গ্যালাম! পরাণে চাচা, এট্টু জল দে, মুই পানি তিষেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা!---

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই করবো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদকি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবো। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে--(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হ্যায় কাহে? (পায়ের গুতা)।

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন কর্য়ে ফ্যালালে, মা রে, বউরে, মা রে, মেলে বে, (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হ্যায়। [রোগের প্রস্থান

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম!

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে, জলও থাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদেব একবার জল খাইয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়ন ঘর

লিপি-হস্তে সরলতা উপবিষ্ট

সর। সরলা-ললনা-জীবন এল না।
কমল-হৃদয়-দ্বিরদ-দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমনপ্রতীক্ষায় নবসলিল-শীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম। দিন গণনা করিতে-ছিলাম, দিদি যে বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক

এক বৎসর গিয়েছে।—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল; এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক।—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারী কুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্থায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর-ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক-সভা-স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাচারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই; মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন, স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি! তুমি আমার হৃদয়-বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি—(লিপি-চুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি,—(বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়। আর একবার পড়ি—(পড়ন)

"প্রাণের সরলা,

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ; কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি; যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে; তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদামহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদ্বিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপেয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব।—বিধুমুখি! লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা মাতা-ঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার

লিপি-সুধা পান করে আমার চিত্ত-চকোর চরিতার্থ হইত ; ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে, তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে ?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায় ? যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি, সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে ; আমি এখন সেইরূপ হইয়াছি। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাসি সুখের রমণী ; সুখের বিনাশে হাসির সহমরণ।—প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি।—হে অবোধ মন ! তুমি প্রবোধ মানিবে না ? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না ; কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে,— (চক্ষু মুছিয়া)—তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুমি কত্তি নেগেচো কি ? বড় হালদাণি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না ; বল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ী।

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি য়্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাডা কাদা হতি নেগেচে ; চিঠিখান য়্যাকন ছাড় নি ?—ছোট হালদার য্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে ছায়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েচেন ?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি নেগেচে ; তোমার চিঠিতি ন্যাকি নি ? কত্তামশা যে কান্‌তি নেগ্‌লো।

সর। (স্ব ত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না। (প্রকাশ্যে) চল রান্না-ঘরে গিয়ে তেল মাখি।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—তেমাথা পথ

পদী ময়রাণীর প্রবেশ

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনা পায় আপনি কুড়ল মারি।—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধু দাদা না ধর্‌লিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত। আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই; আমাকে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ মা নাকি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে!—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে;—মা গো কি ঘৃণা! টাকার জন্যে জাত জন্ম গেলো, বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো। বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে গ্যাকমার করেছে, বলে, নাক কান কেটে দেবে। ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে। ভাতারখাগির ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মার্‌তে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখ্‌লাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না। আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখ্‌লে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে—(নেপথ্যে—গীত

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।

মোর মনে জাগে ও তার নয়ান দুটি॥)

একজন রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সাহেব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোক ধরেচে?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার্ কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কল্‌মিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিইচি—

একজন লাটিয়ালের প্রবেশ

বাবারে! কুটির নেটেলা! [রাখালের বেগে পলায়ন

লাটি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি করে তুল্লে যে।

পদী। (লাটিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোর চন্দরহারের যে বাহার ভারি।

লাটি। জান না প্রাণ, প্যায়াদার পোষাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্না চেয়েছিলুম, তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাটি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্‌নে। আমরা কাল শ্যামনগরে লুটতে যাব, যদি কাল্ কালো বক্না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁধা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

[লাটিয়ালের প্রস্থান

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কমিয়ে জমিয়ে দিলে চাষারাও বাচে, তোদেরও নীল হয়। শ্যামনগরের মুন্সীরে দশ খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্লে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সাহেব পোড়ার-মুখো পোড়ার মুখ পুড়িয়ে বসে রলো।

চারিজন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ।

চারিজন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি বাবা কেশব, পিশি হই, এমন কথা বলে না—

চারিজন শিশু। (নৃত্য করিয়া)

ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই?

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ওকথা বল্‌তে নেই—

চারিজন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই! নীল গেঁজোছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ

পদী। ওমা কি নজ্জা! বড় বাবুকে মুখখান দেখালাম।

[ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান

নবীন। দুরাচারিণি, পাপীয়সি। (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে।

[চারিজন শিশুর প্রস্থান

আহা, নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর বাবুটী অতি সজ্জন; বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়। বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজীর নিতান্ত মানস, এখানে একটী স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটী বিদ্যামন্দির হইতে পারে; দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি? অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল; বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুল স্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল। বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ। অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে; পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারিজন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উড্ সাহেবের পরম বন্ধু।

একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদারীর পেয়াদা
এবং কুটির তাইদগিরের প্রবেশ

রাইয়ত। বড় বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেল না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, একবার লাগ্‌লে আর ওটে না।—তুই বেটা চল্, দেওয়ানজির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড় বাবুরও এমনি হবে!

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করিনে, জেলে পচে মর্‌বো তবু গোড়ার নীল কর্‌বো না।—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না—(ক্রন্দন)। বড়বাবু, মোর ছেলে হুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে, তাদের একবার আকৃতি পালাম না।

[নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

রাইচরণের প্রবেশ

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম ঠাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয় ছমাস ফাঁসি য্যাতাম।—শালী—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস্?

রাই। মাটাকুরুণ পুটুঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে। পদী গুড়ি বল্লে তলপের প্যায়াদা কাল আস্‌বে!

[রাইচরণের প্রস্থান

নবীন। হা বিধাতঃ! এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল, তাই ঘটিল। পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন; লিপি পাঠ করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন; ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন; কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনী প্রায়; নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব। সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি?—না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? দেখি, কি করিতে পারি—

দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ

প্রথম। ওহে বাপু, গোলকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে? পিতৃব্যের

প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি. কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবংবিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়; যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না।—তর্কালঙ্কার ভায়া, শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না? —হঃ, হঃ, হঃ, (নস্যগ্রহণ)।

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলক চন্দ্রের আলয়ে অবস্থান, তোমাদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়; এই পথে চলুন।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ ও একজন খালাসীর প্রবেশ

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কাণে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও শু কি য়্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা, তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও; তা বল্লে, "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খেলিয়ে নে বেড়াবে"।

গোপী। আচ্ছা, তুই এখন যা, কায়েত বাচ্ছা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

[খালাসীর প্রস্থান

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ। ও কথাও বল্‌বো ; বড়সাহেব ও কথায় আগুন হয় ; কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায় কথায় শ্যামচাঁদ দেখায় ; সে দিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাব দেখিতেছি। গোলক বোসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"—(উডকে দর্শন করিয়া) এই যে আসিতেছেন, বোসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ

ধর্ম্মাবতার নবীন বোসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় না। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে ; এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শ্যামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল, তা বেটা বল্লে, "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বোসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের সাত আট ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে, আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মত লব বার করেছিল।

গোপী। আমি জান্‌তাম গোলক বোস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বোসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাজেকাজেই শাসিত হইবে ; এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম। হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পারে চাষ দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে; আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী করলেও পাঁচ বছোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ, তোমার সাক্ষী মাতোব্বর করে নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বোস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে; বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান, তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমসে কাম বেহেতার চলেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর বৎসর দাদন বৃদ্ধি করি; এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু'টাকার জন্য হুজুরের তিন বিঘা নীল লোক্‌সান করে, তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সমজিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন কিছু রাখে না; আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটী ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে, এবং মিনতি করিতে করিতে রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে গঙ্গাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটী হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

"সময়গুণে আগুপর।
ধোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥"

উড্। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভৎর্সনা করেন; আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটী ফেরৎ লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, তিন চার বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত। আর এই কি চাকরের কাজ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি, তবেই এ সব নিমক্হারামী রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, সাফ্ নেমক্হারামী।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদবি মাফ্ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ, আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পডী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখ্লায়েঙ্গে; বাঞ্চৎকো হামারা বাট্‌নেকা ঘরমে ভেজ দেও।

[উড়ের প্রস্থান

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধুর্ত্ত আর কাক ধুর্ত্ত;

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে; তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার

প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ! আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণ গুলিন দিতে পারিনে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট; বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে; আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব? পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি, যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি, তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ, আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচশত টাকা বিশ্বাস করে ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বোয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর; তোমার ক্লেশ দেখে সোণার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি, কি নিদারুণ কথাই বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল। ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ; তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন; কৌতুকচ্ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন কর্‌বেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না;—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। প্রণয়িনি, এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরিন্ধ্রী। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন; ও অগ্নিবাণ, তাহার সন্দেহ কি, আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে।—প্রাণনাথ, বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বোয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি। তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শ্বাশুড়ীর দীর্ঘনিশ্বাস, ছোটে বোয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার,—এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোটবোয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট; কিন্তু ছোটবোয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে

বিপিনের গহনা দিলে ছোটবোয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোটবউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ করে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি? একি মাতৃতুল্য বড়যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটী নাই।—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার শাতশত টাকা মুনফার গাঁতি, আমার পনর গোলা ধান, ষোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখান লাঙ্গল, পঞ্চাশ জন মাইন্দার;—পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালিকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা,—আমি কত অর্থব্যয় করিয়াছি, পাত্রবিবেচনায় একশত টাকা দান করিয়াছি; আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ,—আক্ষেপ কি?

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে।—(সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো!—আর বাধা দিও না—(তাবিজ খুলন)।

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি, চুপ কর,—(হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর একদিন দেখি।

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, উপায় কি? আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে।—(নেপথ্যে হাঁচি)—সত্যি সত্যি আদুরী আসছে।

দুইখানা লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। চিটি দুখান কত্তে আসেচে মুই কতি পারিনে, মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতে বল্লে।

[লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয়, এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব,—(প্রথম লিপি খুলন)।

সৈরিন্ধ্রী। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

"রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনার টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতাঠাকুরাণীর গতকল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে, তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি।—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি।

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।"

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার!—দেখি, তুমি কি অস্ত্রধারণ করিয়া আসিয়াছ—(দ্বিতীয় লিপি খুলন)।

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ আশা করে নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ; ও চিটি ওম্‌নি থাক্।

নবীন। (লিপিপাঠ)

"প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য বিনয়পূর্ব্বক নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি তিন শত টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব, বক্রী একশত টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি, ইতি।"

সৈরিন্ধ্রী। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার গারল্যের পুত্তলিকা।—এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র; এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে,—তামাক কয়েকখান আর একমাস রাখিলে পাঁচশত টাকায় বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিনশত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে, যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়। এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে, এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি? যাহাদের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে? আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে। তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়; উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে; উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে;

গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে; ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হলো না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হলো না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হলো না; বৎসরের উপায় কি?—"কোথা নাথ! কোথায় তাত!" শব্দে ধুলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের ম্যাজি-ষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেতে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়? হে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর, যেমন আইন করিয়াছিলে, যদি তেমন সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক, যদি এমত একটী ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে; তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না।—আমাদিগের ম্যাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও, তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে, সুখে ভোগ করা যাবে; এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাষ ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি?—হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল।

(নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পয়ের জাত ঘরে য্যানে সামাল দিতি পাল্লাম না।—বড় বাবু, মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফ্যাটে বার হলো, মোর ক্ষেত্রমণিরি য্যানে দাও, মোর সোণার পুতুল য্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেলবেলা পেঁচার মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটালাতে বাছারে ধরে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখিয়ে দিয়ে পেলিয়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাদে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে;—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটীর আগায় নীল বুনিয়ে নিচ্চিস্; তা লোক কেঁদেই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে;—এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া।

রেবতী। মা আদ্পেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগেচি, যে ক কুড়োর দাগ মার্লি, তাই বোন্লাম। রেয়ে ছোঁড়া জমি চসে, আর ফুলে কুলে কেঁদে ওটে; মাটেত্তে আসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে য্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরে বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া! পিতার স্বরপুরবৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব, কেমন দুঃশাসন দেখিব; সতীত্বশ্বেত-উৎপলে নীলমণ্ডূক কথনই বসিতে পারিবে না! [নবীনের প্রস্থান

সাবি। সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবে তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।—এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই। চল ঘোষবউ বাইরের দিকে যাই। [উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কামরা

রোগ আসীন—পদীময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, মোরে এমন কথা বলো না, মুই পরাণ দিতি পার্‌বো, ধর্ম্ম দিতি পার্‌বো না ; মোরে কেটে কুচি কুচি কর, পুড়িয়ে ফেল, ভেসিয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পার্‌বো না ; মোর ভাতার মনে কি ভাব্বে।

পদী। তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায় ? এ কথা কেউ জান্তে পারবে না ; এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আস্‌বো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌বে না, ওপরের দেবতা তো জান্তি পার্‌বে, দেবতার চকি তো ধুলি দিতি পার্‌বো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জল্‌বে। মোর স্বামী সতী বলে যত ভাল বাস্‌বে, তত মোর মনত পুড়্‌তি থাক্‌বে। জানাই হোক আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পার্‌বো না।

রোগ। পদ্ম, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাছা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল্, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা। আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়িয়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তনভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে, কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে ? আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশজন মেয়ে মানুষকে নির্দ্দয় করিয়া রামকান্তপেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে হাঁসিতে খানা খাই। আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে ; সমুদ্রে সব মিশিয়ে যাইতেছে।—তোর গায় জোর নাই ? পদ্ম টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছনায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের, চট্ পরে থাকি সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি, মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই। আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গলায় দড়ী দিয়েচে; মোর বাপ মাতায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে বেড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু'জনের মধ্যি মুই এক সন্তান; মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি; পদি পিসি, তোর গু খাই।—মা রে মলাম! জল তেষ্টায় মলাম!

রোগ। কুজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি? মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে ত ঘরে যাতি পার্‌বো না।

পদী। (স্বগত) আমাব ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে। (প্রকাশ্যে) তা আমি মা, কি কর্‌বো, সাহেবের খপ্পরে পড়্‌লে ছাড়ান ভার।—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্, তখন আর একদিন আসবে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম কর্‌বো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠায়ে দিব—ড্যাম্‌নেড্ হোর; আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্‌নি, তাইতো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল; আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি?—হারাম্‌জাদী পদি ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, যাস্‌নে! ময়রা পিসি, যাস্‌নে।

[পদী ময়রাণীর প্রস্থান

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্তি নেগিচি, মোর যে ভয়তে গা ঘুর্‌তি নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার—(দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা; মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পার্‌বো না।—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও; তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে,—দই সাহেব,—মোর ছেলে মরে যাবে, —মুই পোয়াতি।

রোগ। তৌমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

[বস্ত্র ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

[রোগের হস্তে নখ বিদারণ

রোগ। ইন্‌ফর্‌ন্যাল্ বিচ্! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে য়্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বল্‌বো না; মোর বুকি য়্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই;—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, বাড়ী যোড়া মড়া মরে; মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো কর্‌বো; তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না; দেঁড়িয়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই মার্ না, মোর প্রাণ বার করে ফ্যালনা, আর যে মুই সইতি পারিনে।

রোগ। চুপরাও হারামজাদী,—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

[পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখগো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো!—(কম্পন)।

জানেলার থড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি, নীলকর! এই কি তোমার খৃষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি

খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। সুমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল; গোডার বাক্যি হরে গিয়েচে।—বড় বাবু, সুমুন্দির কি এমান আছে, তা ধরম কথা শোন্‌বে; ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর; সুমুন্দির ঝ্যামন চাবালি মোর তেমনি হাতের পোঁচা;—(গলদেশে ধরিয়া গালে চপেটাঘাত)—ডাক্‌বিতো জোরার বাড়ী যাবি;—(গাল টিপে ধরে) পাঁচদিন চোরের একদিন সেদের, পাঁচদিন খাবালি একদিন খা—(কাণমলন)।

নবীন। ভয় কি? ভাল করে কাপড় পর।

[ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান

তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা করে লইয়া পালাই। আমি বুনোপাড়া ছাড়িয়া গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ে গিয়েছে,— এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুমিয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুন্‌লে কিছু বল্‌বে না। তুই তারপর আমাদের বাড়ী যাস্, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্, তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়ে ঘরে যাব।—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা; মুই মোক্তার সুমুন্দির আস্তাবলের ঝর্‌কা ভেঙ্গে পেলিয়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেলিয়ে গ্যালাম, তারপর নাতকরে জরু ছাবাল ঘর পোর্‌লাম। এই সুমুন্দিই তো ওটালে, লাঙ্গল করে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন; তাতে আবার নেমোখারামী কত্তি বলে।—কই শালা, গ্যাড্ গ্যাড্ করে জুতার গুতা মারিস্ নে?

[হাঁটুর গুতা

নবীন। তোরাপ, মার্‌বার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়; আমি চলিলাম।

[ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান

তোরাপ। এমন বস্‌গারও বেছাপ্পর কত্তি চাস; তোর বাবারে বলে মেনিয়ে জুনিয়ে কাজ মেরে নে; জোর জোরাবত্তি কদিন চলে; পেলিয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্‌বা না। মরার বাড়া তো গাল নেই; ও সুমুন্দি, নেয়েৎ ফেরার

হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে।—বড় বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুকিয়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুন্‌তি চাচ্চে তাই নিগে; তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে; দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চষা চাই।—ছোট সাহেব, স্যালাম মুই আসি।

[চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন

রোগ। বাই জোভ! বীট্‌ন্ টু জেলি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলকচন্দ্র বসুর ভবনের দরদালান

সাবিত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই আমাকেও কেন তলব দিলি না, আমি পতিপুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ, কখন গাঁ-অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজ-দুরিতে ধরে নে গেল, তাঁরে জেলে যেতে হবে।—ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চেলের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না; আহা! বুক চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে রক্ত বার করেছেন, কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন; যাবার সময় বল্লেন, "গিন্নি; এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো" —(ক্রন্দন) নবীন বলেন, "মা! তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো।"—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালী হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘুর্ণি হয়েছে; পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমাকে সাহস দেন,—মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে? গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়্‌লে বাবার কতই খেদ,—বলেন, কিছু টাকা হাতে এলেই মার গহনাগুলিন আগে আগে খালাস করে আন্‌বো। বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল;

বাবা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা কর্‌লেন,—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনী! এই কি তোর মার প্রাণ!

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েছে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন?

সাবিত্রী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না; বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরিন্ধ্রী। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান করসে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দন

সাবি। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছে।—আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্দ হবে, বাড়ী আস্‌বেন, আশা করে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত।—(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনো বুঝি কিছু খাও নি? ঘোর বিপদে পড়ে রইচি, বাছাদের খাওয়া হলো কি না, দেখ্‌ব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাওগে মা, চল আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারী

উড, রোগ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, আমলা আসীন—গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

[সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান

ম্যাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে ?

[দরখাস্তের পাত উল্টন

ম্যাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর হাস্যসম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা ফরিয়াদির সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

দ্বি মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ্ করিয়া মিথ্যা বলে ; মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয় কালযাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে, তবে স্বকার্য্যসাধন হেতু তাহাদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা ; কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে

কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান। খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে; পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারী-গমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত; খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়; করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার—খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার; আমরা তাঁহাদিগের চরিত্র-অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি; আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না; যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচ্যগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন। প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজ্কুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল,—রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন; এবং গরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রীম্ প্রভোকেশন্, এক্সট্রীম্ প্রভোকেশন্।

বা বোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষীগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল; যদ্যপি তাহারা তালিমী সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত। আইনকারকেরা বলিয়াছেন—"বিচারকর্ত্তা আসামীর য়াড্ভোকেট্ স্বরূপ।" সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়ল, তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে। অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাষ-উপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন করে; তাহাগিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহাদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়; বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাষের হানি হয় বলিয়া তাহাদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া আইসে; চাষাদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহাদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়: ধর্ম্মাবতার! যেমত বিচার করেন।

ম্যাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না; আমিন খালাসীর সমভিব্যহারে নীলকর সাহেব অথবা তাঁহার দেওয়ান ঘোড়ার চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম উত্তম জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন; পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরা ওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন। দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যায়; যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে, সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরা-কান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাতপুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে, আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন, রাইয়তেরা পাঁচজন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ নিজ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে; তাহাদিগের সলা পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই "মাতার ঘায়ে কুকুর পাগল"। এমন রাইয়তেরা সাক্ষ্য দিয়া গেল যে, তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহাদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে,—এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার, তাহাদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনয়ন হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহাদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর-নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি; এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন, তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য; নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না; ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে।

গোলক। বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকিয়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ষাট বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "পিতা, আমাদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপই বন্ধ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না; কিন্তু যাহাদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহাদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু একথা বিজ্ঞের মত বলিলেন। আমি কাজেকাজেই বলিলাম, তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে পঞ্চাশ বিঘায় রাজি করিগে। সাহেব হাঁ না কিছুই কলেন না, গোপনে আমাকে এই বৃদ্ধদশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর বৎসর সাহেবকে একশত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রাইয়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়।

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, যে চারজন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার একজন টিকিরি,—তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহাদের পুনর্ব্বার কোর্টে আনয়নের প্রার্থনা করি। ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, "নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য।" ধর্ম্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

ম্যাজি। (লিপিলিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোপ্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরও সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বোসের কুচরিত্রের কথা দেশবিদেশ রাষ্ট্র আছে; যে উপকার করে, তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা

এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়।

ম্যাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি।

চাপ। খোদাবন্দ্।

[সাহেবের নিকট গমন

ম্যাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্ দেও।—খানসামাকো বোলো, বাহারকা সাহেবলোগ্ আজ্ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর কি হুকুম লেখা যায়।

ম্যাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ

ধর্ম্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই।

ম্যাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে দুইশত টাকা তাইনে দুইজন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

[ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ

ম্যাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস্ কর।

[ম্যাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

[সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি।

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই ;—(নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই ; এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজি হওয়া। চল,

আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন,—ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ—বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন

নবীন। আমার কাজেকাজেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বল্‌বো কি; দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠায়ে দিব; যে যত টাকা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দ। জেলদারোগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দাও, মিনতি কর!—আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম,—বলেন, "নবীন, তিনদিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপ মুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না; পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইতেছে; যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম, সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন: নীরব, শীর্ণ-কলেবর, স্পন্দহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগার-পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছি।—বিন্দু, তোমাকে রাত্রি

দিন জেলে থাকিতে দেয়, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বলে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড় বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়েছি, উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে, ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটি ইনিস্পেক্টরের প্রবেশ

ডেপুটী। বিন্দু বাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপুটী। অমরনগরের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ছয় মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহার ষোল দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি কি খণ্ডন করিবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন।—আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান

ডেপুটী। আহা! দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেপ্টে-নাণ্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি-অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীন বাবু অতি বীরপুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী;

কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্‌ঝটিকায় নবীন বাবুর সদ্‌গুণসমূহ মুকুলে ম্রিয়মাণ হইল।

কলেজের পণ্ডিতের প্রবেশ

আসৃতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিবস শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর; বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপুটী। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণু বাবুর জন্য বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপুটী। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ শ্বরৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন; সোণার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ, বৃষকাষ্ঠ গলার বন্ধন করে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ

বিন্দ। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন?

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে! তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরব!

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত; সকল দেবতাই সমান, "ঠক্‌ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়"।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার"। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনর।

বিন্দু। মহাশয়, কমিসনরকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনর সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে ভগবানের আনুকুল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল।—জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিনদিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই, এট্টু জল্‌দি করে জেলে আসেন, দারগা ডেকেছেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ?

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বল্‌তি পারিনে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না; আমি চলিলাম।

[চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান

পণ্ডিত। চল, আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলোকের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়ীতে দোদুল্যমান

—জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন

দার। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরুদ্দিন গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না; তাঁর আর চারদিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটীতে সাহেবদের সাম্পিন্ পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমাদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না; আমি যখন আরদালি ছিলাম, দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি চিটিতে এ গরিবকে জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।

দার। আহা! বিন্দু বাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া, কত বিলাপ করিয়াছিলেন; এদশা দেখিলে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। একি, একি, আহা আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি। কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলকের বক্ষে রক্ষা করিয়া, মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন? বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর-বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধূকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দবিবাদ, তাহার সন্ধি করিলেন? হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্তৃক হত হইলে শাবক বেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন-সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দার। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দু বাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘাটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

বিন্দু। দারোগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটী বাবুর সহিত করুন; আমার শোকবিকারে বাকারোধ হইয়াছে; আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

[গোলকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর;—এ দেবশরীর, এ নরকে ক্ষণকালও রাখা উচিৎ নয়।

দার। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমন স্বভাব হইবে কেন?

দার। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভৎ'সনা করিতেছেন···

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব, গড্‌স উইল!—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশ্রয় সব গিয়েছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিখারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন—(ক্রন্দন)—অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে।

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্ল্যাণ্টর সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে; আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হাতে দুগ্দো আছে; আমি দুগ্দো কিনিতে চাইল, এক রাইত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎকরে বলিল, "নীলমাম্‌দো, নীলমাম্‌দো"—দুগ্দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল; সে কহিল "রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পালাইয়াছে; আমি দাদন লইয়াছি, আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে।" আমি বুঝিলাম আমাকে প্ল্যাণ্টর লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপুটী। ভ্যালি সাহেবের কান্‌সরণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভূত বেরিয়েছে", বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদ্রি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়াতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক

বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে,—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোনখানায় দুর্গাঠাকুরণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটী লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে; আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

[বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ
গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করে?

গোপ। মোরা হলাম পল্লিবাসী, সারাখুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি নেগেচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আন্‌চি, তেলপলাড়া তেলপলাডাই আন্‌লাম, ছেলেডা কান্তি নাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম;—বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়ে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পচ্চিম, যারা কায়েদ্‌গার পইতি কত্তি চেয়েলো—যে বামুণ আচে, এদিরি খেবিয়ে ওটা যায় না, আবার বামুণ বেড়িয়ে তোলে।—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্ সাহেব টুপি না খুলি এস্‌তি পারে না। পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ল্যাকাপড়া দেখে

চাসাগাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমকমারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না; কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না; গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে, একদিন মুখখান স্থাখ্‌তি প্যালে না; যে দিন বে করে আন্‌লে, মোরা সেইদিন দেখেলাম, ভাব্‌লাম সউরে বাবুরো য়্যাংরাজ-ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির স্থাকাৎ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটী সর্ব্বদাই শ্বাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে?

গোপ। দেওয়ানজি মশাই, বল্‌বো কি? মোগার গোমার মা বল্লে—পাড়াতেও আষ্ট, ছোটবউ না থাকলি যেদিন গলায়দড়ীর খবর শুনেলো, সেই দিনই মাঠাকুরুণ মর্‌তো। শুনেলাম, সউরে মেয়েগুনো মিন্‌ষেগার ভ্যাড়া করে আখে, আর মা বাপির না খাতি দিয়ে মারে; কিন্তু এবউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজব্‌ কথা।

গোপী। নবীন বোসের মাও বোধ করি বউটীকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির মধ্যি কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো; তা তোমরা কি আর অন্ন-একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন; গোডার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে খাবে কত্তি নেগেচে—

গোপী। চুপ কর, গুওটা, সাহেব শুন্‌লে এখনি অমাবস্যা বার কর্‌বে।

গোপ। মুই কি কর্‌বো, তুমি তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষ বার কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোডার শালারে গালাগালি করি!

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী মানুষটোরে নষ্ট কর্‌লাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।

গোপ। ব্যাঙ্গের সদ্দি;—দেওয়ানজি মশাই খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আচি একটা।—তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুওটা-নন্দন-বংশ, ভোগোলের শেষ।

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে; সাহেবেরা আপনার কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটিতি দ' পড়ে, তো গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।

গোপী। তুই গুওটা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না; তুই যা সাহেবের আস্‌বার সময় হয়েছে।

গোপ। মুই চল্লাম, মোর ছুদির হিসেবডা করে মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব। [প্রস্থান

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না। সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও পঞ্চাশ বিঘা নীল করিতে একপ্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না। পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়েকখানার জন্যই এত গোলমাল; নবীন বোসের দেওয়াই উচিত ছিল; শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এককামড় কাম্‌ড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকতে হয়।

উডের প্রবেশ

উড। এ কথা যেন কেহ না জান্‌তে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাক্‌বে। এখানকার জন্যে দশজন পোদ শড়্‌কিওয়ালা জোগাড় করে রাখ্‌বে।—আমি যাবো, ছোট সাহেব যাবে, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পার্‌বে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারগার মদৎ আন্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, শড়্‌কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল,—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম করে দিয়াছে। হারামজাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাৎ সব কত্তে পার্‌বে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমায় যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বোসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত। এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ; আর

মফঃস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় কর্‌কে হাম্‌কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়।—গিদ্ধড়্‌কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয়, কাম ছোড় দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাজেই ভয় হয়। সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ছয় মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল; তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন; দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই।

উড। আমি জানি না?—ও শালা, পাজি, নেমক্‌হারাম্, বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেড্‌লি কমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাদরি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ; মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব,—য়্যারাাণ্ট, কাউয়ার্ড, হেলিশ্, নেভ্।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর, নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা যদি, মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেই রূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপনার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, "নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।"

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ; কর্ম্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু এরূপ

গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে, শ্যামচাঁদশক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রানন্দননিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন, মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না। আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে। শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক, সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন, তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়; বৎসরান্তে তামাক, ইক্ষু, তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে, অথবা বাজার দরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয়; এবং ধান্য যাহা জন্মে, তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে তিন চারি মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে, তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নূতন খাতায় লিখিত হয়; বকেয়া বাকি ক্রমে ক্রমে উসুল পড়িতে থাকে; মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না; সুতরাং যাহা বাকি পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয়; এই জন্য মহাজনেরা কখন কখন মাঠে যায়, ধানের কারকিত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজনা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন কোন অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়; সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না—(জিব কেটে)—ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস্ কেন? বজ্জাৎ, ইন্সেসচিউয়স্ ব্রূট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার. গালাগালি খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা; কুটিতে ডিস্পেন্সরি স্কুল হইলেই আপনারা; খুন গুলি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার

অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে, তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। নবীন বোসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বোসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ইউ ব্যাষ্টার্ড অব্ হোর্‌স বিচ্। তেরা ওয়াস্তে হাম্ কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা,—শালা কাউয়ার্ড কায়েৎবাচ্ছা।

[পদঘাতে গোপীনাথের ভূমিতে পতন

কমিসনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস্, ডেভিলিশ্ নিগার! (আর দুই পদাঘাত)—এই মুখে তোম্ ক্যাওট্‌কা মাফিক্ কাম্ ডেগা? শালা কায়েট্, কাল্‌কো কাম্ ডেক্কে হাম টোম্‌কো আপ্‌সে জেল্‌মে ভেজ ডেগা।

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটা নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে? কি পদাঘাতই করেছে, বাপ্! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গোনপরা মাগ।

(নেপথ্যে। দেওয়ান, দেওয়ান)।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"।

[গোপীনাথের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনবাধবের শয়নধর

আহুরী—বিছানা করিতে করিতে ক্রন্দন

আহুরী। আহা! হা! হা! কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করেও ম্যারেচে, কেবল ধুক্ ধুক্ কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধরে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচতলায় আঁচ্ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে করে যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে। আহুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব ?)

আহুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করত সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায় ?

আহুরী। তানারা গাছতলায় দেঁড়িয়ে দেখ্‌তি নেগেচেন (তোরাপকে দেখাইয়া) ইনি যখন নে পেলিয়ে গ্যালেন, মোরা ভাব্‌লাম কুটি নিয়ে গেল; তানারা গাচতলায় আঁচ্ড়া পিচ্ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাকতি বাড়ী আলাম।—মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচ্‌বে ? তোমরা এট্টু দাঁড়াও, মুই তানাদের ডাকে আনি।

[আহুরীর প্রস্থান

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল। বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের পর এস্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না; তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন ?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং

বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে কয়েক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আহুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড়বাবু বলিলেন, "আমি পঞ্চাশ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না।" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর। আমি আপনাকে পঞ্চাশ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল কর্‌বেন না; আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে; এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। বেটা বল্লে, "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে"; এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন; এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটী পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশজন শড়্‌কিওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল; ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মোকদ্দমা হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল। বড় সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন; আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না; তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এটুটু তফাৎ থাক্, জানি কি ধরা পাক্‌ড়া করে নে যাবে"; মোর উপর সুমুন্দিগার বড় গোষা; মারামারি হবে জান্‌লি

মুই কি লুকিয়ে থাকি ? এট্টু আগে যাতে পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচিয়ে আস্তে পাত্তাম, আর তুই সুমুন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যি গেল, তা সুমুন্দিগার মার্‌রো কখন।— আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি য্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না!

[কপালে ঘা মারিয়া রোদন

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি ?

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরোজানাতি সারতাং॥"

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপরগ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বসে রোদন করিতেছে। আহা! গরিব খেটেখেগো লোক; হস্তখানি একেবারে কাটিয়া গিয়াছে!—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল ?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মারিয়ে ধরলে বেজী যেমন ক্যাচম্যাচ করিয়া কাম্‌ড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কাম্‌ড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উট্‌লি ত্মাখাবো। এই দেখ—(ছিন্ন নাসিকা দেখান)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, সুমুন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল; বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না ?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুকিয়ে থাকি, নাত করে পেলিয়ে যাব ; সুমুন্দি নাকের জন্তি গাঁ নসাতলে পেটিয়ে দেবে।

[নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া তোরাপের প্রস্থান

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না ; আপনি একবার ডাকুন দিকি।

পুরো। বড়বাবু, বড়বাবু, নবীনমাধব,—(সজলনয়নে)—প্রজাপালক, অন্নদাতা,—চক্ষু নাড়িতেছেন।—আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্নগ্রহণ করিবেন না ; অদ্য পঞ্চম দিবস ; প্রত্যুষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং কহিলেন, "মাতঃ! যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব"। তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম ; আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম ; এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল, এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা ; তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব ; তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না।"—বলিয়া নবীনকে পঞ্চমবর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। (নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি) আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ

ন্দ্র নাই জীবিত আছেন—

সাবি। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব, বাবা আমার, বা আমার কোথায়, কোথায়, কোথায়? উহুহু!—(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)।

সৈরিন্ধ্রী। (রোদন করিতে করিতে) ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণভরে দর্শন করি।

(নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্ট)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত; পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়;—চক্ষু নাড়িতেছেন,—নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক। [প্রস্থান

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে, কিন্তু মাতা দিয়া এমন আগুন বাহির হইতেছে যে, আমার গলা পুড়ে যাচ্চে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আস্তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না? —(সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্র-শোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন।— প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেলে দেখ, একবার দাসীরে অমৃত বচনে দাসী বলে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর; মধ্যাহ্নসময় আমার সুখসূর্য্য অস্তগত হইল; আমার বিপিনের উপায় কি হবে! (রোদন করিতে করিতে নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ওগো তোমরা দিদিকে কোলে করে ধর।

সৈরিন্ধ্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম। আহা! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধরে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল! কাঙ্গালিনী জননী আমার, আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেই খানে তাঁর মৃত্যু হয়;

মামারা আমাকে মানুষ করেন। আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর করে তুলে নিয়ে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন; আমি জনকজননীর শোক ভুলে গিয়াছিলাম; প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন;—(দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে। আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আমার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

[ভূতলে পতন

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন? মা, বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরিন্ধ্রী। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম; আলপনায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত খাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই; সেজো ঠাকুরুণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী; অবিরল অমৃতমুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা খাশুড়ী—স্নেহপূর্ণলোচন প্রফুল্লবদন, বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ; দশ দিক্ আলোকরা শশুর; শারদকৌমুদী-বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে, কেবল একটী ঘটনার অমিল দেখিতেছি,—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা। পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।—ওগো! তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার—(সাশ্রুনয়নে)—বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

[মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি

সকলে। আহা! হা।

খুড়ি। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না!—

(ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাক্‌তো, তবে একথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরিন্ধ্রী। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন, এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে। প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক; তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা আহা মরি, মরি, এ কি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি, যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব, কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ-বান্ধব, কর বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ, রামনাথ, রমণী-বিভব।
নীলনলে হয় নাশ, নবীনবাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ, প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥

[নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিহরি পরিজন, পরমেশ পায়।
লয় গতি, দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি, পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ, জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপনয়নে কখন ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! ঠাকুরুণ সরলতাকে এমনি ভাল বাসেন যে, অজ্ঞানতাবশতঃ একটু রুষ্টচক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন।—দিদি, কেঁদোনা, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে, তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বল্‌বেন।

সারি। (গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ

প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে) প্রসববেদনার মত আর বেদনা নাই; কিন্তু যে অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে করিতে) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটি লিখে কর্ত্তারে না মার্‌তো, তবে" সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন। (হাততালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাই বউ, ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কর্ত্তার নাম করে খোকার মুখে একবার চুমো খাই—(নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরিন্ধ্রী। মা, আমি যে তোমার বড় বউ, মা, দেখ্‌তে পাচ্চ না, তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্চেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে।—আহা! হা! কর্ত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো—(ক্রন্দন)।

সৈরিন্ধ্রী। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন!

সর। দিদি, জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে?—এত আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না? —(চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সরলতার নিকটে গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, বিবি ঠাকুরুণ, আর একখান চিটি লিখে যমের বাড়ি থেকে কর্ত্তারে ফিরে এনে দাও, সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মাগো! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম! (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এদশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলোচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি,—(হস্ত ছাড়ান)।

সর। মাগো! আমি তোমার মুখে একথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিনে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া) মা! আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব (ক্রন্দন)।

সাবি। খুব হয়েচে, গন্তানি বিটি মরে গিয়েচে ; কর্ত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন, তুই আবাগী নরকে যাবি,—(হাস্য করিতে করিতে করতালি)।

সৈরিন্ধ্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শ্বাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাই বউ, ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই।

[দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হাঁগা, মা, তুমি যে বলে থাক ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেবিয়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোট বউরি খান্‌কি বলে গাল দিলে। হাঁগা মা, তুমি মোর কথা শোন্‌চো না, মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস্, তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, বউমার ছেলে হলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো। আমি খোকা পেয়েচি, ঐ নাম রাখ্‌বো। কর্ত্তা বল্‌তেন, কবে খোকা হবে, "নবীনমাধব" বলে ডাক্‌বো (ক্রন্দন)। যদি বেঁচে থাক্‌তেন, আজ্‌ সে সাধ পুর্‌তো।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজ্‌না এয়েচে,—(হাততালি)

সৈরিন্ধ্রী। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোটবউ, উঠে ওঘরে যাও।

কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ

[সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কর্ত্তা নেই বলে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল বাড়ী রেখে এলে?

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞান আচে, উনি ম্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ মরা বড় হালদারেরে বল্‌চেন, "মোর কচি ছেলে ;" ছোট

হালদার্ণিরি বিবি বলে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকটে উপস্থিত হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসিনী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা; সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব, এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক।—কর্ত্রী ঠাকুরুণ, হস্ত দেন—(হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ির ব্যাটা, কুটির নোক, তা নইলে ভাল মানষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব।

[প্রস্থান

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না; আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি।—(নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয়বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।

চারিজন জ্ঞাতির প্রবেশ

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটী সাঙ্ঘাতিক বোধ হইতেছে। কি দুর্দ্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুইশত রাইয়ত লাঠি হস্তে করিয়া মার্ মার্ করিতেছে এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাদিগের স্ব স্ব গৃহে যাইতে কহিলাম; যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ টার্পিন তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল; কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

[কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে এবং আতুরীর অন্যদিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি—একদিকে সাধুচরণ

অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট

ক্ষেত্র। বিছানা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছেনা ছেড়ে দে।

রেবতী। জাদু মোর, সোনারচাঁদ মোর, ওমনধারা কেন কচ্চো মা? বিছেনা ঝেড়ে দিইচি মা, বিছেনায় তো কিছু নেইরে মা, মোদের কাঁ্যাতার ওপরে তোমার কাকিমারা যে নেপ্ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, আরে মলাম রে; বাবার দিগি ফিরিয়ে দে।

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকণ্টকি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি; মা কিছু খাওনা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিছি মা; তোমার যে চুমুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাওতো আমি কিনে এনিচি মা, কাপড় দেখে তুমিতো আহ্লাদ করিলে না মা!

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে সেমোন্তোনের সমে মোরে সাঁকতির মালা দিতি হবে। আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েচে; কর্‌বো কি; বাপোরে বাপোঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে;—দেখ, দেখ, মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি ভাল করে চেয়ে দেখ না মা!

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ল, মা! বাবা! আঃ!

(পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে— (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)।

সাধু। কোলে তুলিস্‌নে, টাল যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম! আহা হা! হারাণ যে মোর মউরচড়া কার্ত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোলবো ক্যামন করে; বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখ থেকে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির ব্যাটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! দৌউত্র হয়েলো; রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো। আঙ্গুল গুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরে খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না!

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজ্জা—ট্যাংরা মাচ—হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোণার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বলে ডাক্‌বে কেডা! এই কত্তি নিয়ে এইলে—

[সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন

সাধু। চুপ্‌ কর্‌, এখন কাঁদিস্‌নে, টাল যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই; যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে। এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরমকালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে; এত পুরু করে বিছেনা করে দেলাম, তবু মা মোর চট্‌ফট্‌ কচ্চেন। আর এট্টু ভাল ওষুদ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও।—মোর বড় সাধের কুটুম্বু গো! (রোদন)।

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ,

"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান; পিতামাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস; দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক; পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ ওঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড়রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

[রাইচরণের প্রস্থান

রেবতী। আহা! অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন তা আপনি আলোচাল হাতে করে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেক্‌তি আস্‌বেন; মোর কপাল হতেই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে; বোধ হয়, কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে; অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর-নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতনবিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি; ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদরি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া থাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে-রে-হৈ-হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমসুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাজ্ঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা. কিন্তু পতির সদগতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা। মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন।—ডাক্তার বাবুও মাথার ঘা সাজ্ঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তার বাবুটী অতি দয়াশীল: বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে, বলিলেন, "বিন্দুবাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব, তাহাদের তোমায় কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হলে, কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত; বেটাকে আমি দুইবার দেখিচি, বেটা যেমন দুর্ম্মুখো, তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোট বাবুকে সঙ্গে করে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর-অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে, ক্ষেত্রমণির নাম করে, ডাক্তার বাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হলে, হাত না ধরে বলতো বাচ্‌বে না; আর তোমার গরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্ব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি, মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচিয়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

কবি। চালগুলি প্রস্তরের বাটীতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

[রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ

জল অধিক দিও না।—এ বাটীটী তো অতি পরিপাটী দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন; প্রাণ্ চেপ্‌ড়ে মরেন বলে, হাত দুটো দড়ী দিয়ে বেঁদে একেচে।

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি।

[ঔষধের ডিপা খুলন

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি—রাইচরণ, এদিকে আয়।

রেবতী। ওমা! মোর কপালে কি হলো! ওমা! হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন করে, বাপো! বাপো!—ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি,! মা! আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো!

(ক্রন্দন)

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ, ধর্ ধর্।

[সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যা-সহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন

রেবতী। মুই সোণার নক্কি ভেসিয়ে দিতি পার্‌বো না! মারে, মুই কনে যাব রে! সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে! মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে! হো, হো, হো!

কবি। মরি! মরি! মরি! জননীর কি পরিতাপ! সন্তান না হওয়াই ভাল!

(প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলক বসুর বাটীর দরদালান

নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা

সাবি। আয়রে আমার বাছমণির ঘুম আয়। গোপাল আমার বুক জুড়ানো ধন; সোণার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে—(মুখচুম্বন)। বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে।—(মস্তকে হস্তার্পণ) আহা! মরি! মরি!

মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি ?—গর্ম্মি হয় বলে কি কর্‌বো, আর মশারি না খাটিয়ে শোব না—(বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মরে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কাম্‌ড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ করে দেয় না ; গোপালেরে শোয়াই কেমন করে। আমার কি আর কেউ আচে, কত্তার সঙ্গে সব গিয়েচে (রোদন)। ছেলে কোলে করে কাঁদিতেছি, হা পোড়াকপালি ! (নবীনের মুখাবলোকন করে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখচুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না। (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও গোপাল আমার, মাই খাও।—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম, তবু কত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুধ যোগান করে দিয়ে আবার যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, বিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়ে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না। চীৎকার করে কাঁদিতে লাগ্‌লাম, তবু আমারে শাঁকা পরিয়ে দিলে। প্রদীপে পুড়িয়ে ফেলিচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জুচ্ছেদন) বিধবা হয়ে গহনা পরা সাজেও না ; হাতে ফোস্কা হয়েচে। (রোদন) আমার শাঁকা পরা যে ঘুচিয়েচে, তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে—(মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কান)। আপনি বিছানা করি—(মনে মনে বিছানাপাতন)। মাজুরটো কাচা হয় নাই। (হস্তে বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাইনে ; কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে। (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই। (আস্তে আস্তে নবীনের মৃতশরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা ? সচ্ছন্দে শুয়ে থাক ; থুথকুড়ি দিয়ে যাই—(বুকে থুথু দেওন)। বিবি বিটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো ; বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না আমি, গণ্ডি দিয়ে যাই—(অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃতশরীর বেড়ে ঘড়ের মেজেয় দাগ দিতে দিতে মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চড়োকপাক ॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুতরো ফুল ॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া ॥

হল্লে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি ॥

সরলতার প্রবেশ

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন।—আহা! মৃতশরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন!—বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তিবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে, তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর; বিদেশীকে দেশে আন; তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়; তুমি রোগীর ধন্বন্তরি; তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতাভ্রাতাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। —মাগো, তুমি কখন উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি; আমি কি এত অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী. সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালে ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশ-মণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রাস্বরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গল-কর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ। এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে, জননী, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে?

[মৃত শরীরের নিকট গমন

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি, গণ্ডির ভিতর এলি?

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না (ক্রন্দন)।

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্? ও সর্ব্বনাশি রাঁড়ি,

আঁটকুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরুক; বার্ হ, এখান থেকে বার হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন সুবর্ণষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্‌নে, তোরে বারণ কচ্চি, ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুনিয়ে এয়েচে দেখচি। [কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস, আবার ডাক্‌চিস, (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি, এই তোরে পেড়ে ফেলি— (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান)। আমার কত্তারে খেয়েচো, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো। মর্ মর্ মর্ মর্—(গলার উপর নৃত্য)।

সর। গ্যা—য়্যা—য়্যা—য়্যা— [সরলতার মৃত্যু

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে।—ওমা! ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে, জননী! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

[রোদনানন্তর সরলতার মুখচুম্বন

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল নচ্ছার বিটিকে; আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছিল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ! জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে; আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না? জ্ঞানসঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত; শোক-শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।—মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে, জননি! পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন!

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি, বাবা আমার, সোণার বিন্দুমাধব আমার! আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি? —ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলিচি? (সরলতার মৃত শরীর অঙ্গে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা, হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে আমার বুক ফেটে গেল,—হো, ও, মা।

[সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক
ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল। মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল? (রোদন)। জন্মের মত জননীর চরণধুলি মস্তকে দি—(চরণের ধুলি মস্তকে দেওন)।—জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি—(চরণের ধুলি ভক্ষণ)।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিওনা। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে।—এ কি, এ কি শাশুড়ী ব'য়ে এরূপ পড়ে কেন?

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করেছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনি সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরিন্ধ্রী। এখন? কেমন করে? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো, কি হলো! আহা, আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ী তুমি যে আজো খোঁপায় দেওনি; আহা, আহা! আর তুমি দিদি বলে ডাক্‌বে না (রোদন) —ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে, আমায় যেতে দিলে না। ও মা! তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। বিপিন ডরিয়ে উটেচে, বড় হালদাণি শীগ্‌গির এস।

সৈরিন্ধ্রী। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারিস্ নি, একা রেকে এইচিস্ ?

[আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুবনক্ষত্র।—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দ-প্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র; অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ; কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান; কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা; আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিততানে এবং প্রস্ফুটিত বনপ্রসূন-সৌরভামোদিত মন্দ মন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়্‌দর্শন; অচিরাৎ শোভাসহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন! কি পরিতাপ, স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীল-কীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল!—আহা!—নীলের কি করাল কর!

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ,
অনল শিখায় ফেলে দিল যত দুঃখ?
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন;
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন;
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী,
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী;
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার,
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার,
শোকশূলে মাখা হলো বিষ বিড়ম্বনা,
তখনি মলেন মাতা, কে শোনে সান্ত্বনা।
কোথা পিতা, কোথা পিতা, ডাকি অনিবার,
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার।
জননী জননী বলে চারিদিকে চাই,
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই;
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে,
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে,

অপার জননী স্নেহ কে জানে মহিমা,
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা,
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই,
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটী নাই;
নয়ন মেলিয়া দাদা, দেখ একবার,
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার।

আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়,
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়;
রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা,
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না,
সহাস-বদনে সতী, সুমধুর স্বরে,
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে;
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত,
বিজন বিপিনে বন-বিহঙ্গ-সঙ্গীত;
সরলা সরোজকান্তি, কিবা মনোহর!
আলো করেছিল মম দেহ-সরোবর;
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়,
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়;
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার,
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল?—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়।—আহা!—পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

[সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন

(যবনিকা-পতন)